



209123 - পুঁজ কনি নাপাক?

প্রশ্ন

হলুদ বা সাদা রঙের পুঁজের দাগ কনি নাপাক; চাই সটো তরল হোক কিংবা কঠনি হোক?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

পুঁজ হলো: ‘ক্‌ষত বা এ জাতীয় অন্য স্থান থেকে পচনের কারণে নরিগত হলুদ রঙের পচিছিলি তরল।’[মু‘জামু লুগাতলি ফুকাহা: (পৃ. ৩৭৩)]

সাদীদ (দূষতি রস) হলো: ক্‌ষতস্থানের রক্তমশিরতি পাতলা পানি; গাঢ় হয়ে পুঁজে পরিণিত হওয়ার আগে যে অবস্থায় থাকে।’
দখুন: [তলিবাতুত তালাবা: (পৃ. ২২), আল-মাউসুয়াতুল ফকিহিয়াহ (২১/২৫)]

সুতরাং পুঁজের আগে ক্‌ষতস্থানে দূষতি রস থাকে।

পুঁজ ও দূষতি রসের হুকুম: চার মায়হাব ও অন্যন্য অধিকাংশ ফকীহের মতে এই দূষতি রস ও পুঁজের বধিান রক্তের মতই—
নাপাকরি দকি থেকে এবং কঐচ্ছতি পরিমাণ ক্‌ষমারহ হওয়ার দকি থেকে। কারণ দূষতি রস ও পুঁজ মূলত রক্ত; যা পঁচে বা নষ্ট
হয়ে গিয়েছে। তাই রক্ত যদি নাপাক হয় তাহলে পুঁজ নাপাক হওয়া অধিক যুক্তযুক্ত।

দখুন: বাদায়উেস সানায়ে (১/৬০), আল-মাজমু (২/৫৫৮), আল-কাওয়ানীন আল-ফকিহিয়া (পৃ. ২৭)

পুঁজ রক্ত থেকে সৃষ্ট। আর শাখা তার মূলরে হুকুম গ্রহণ করে। ইতঃপূর্ববে (114018) নং প্রশ্নের উত্তরে রক্তের নাপাকি
সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আল-মাউসুয়াতুল ফকিহিয়া (৩৪/১২৮)-তে আছে: “ফকীহরা এই মর্মে একমত যে মানুষের শরীর থেকে পুঁজ বের হলে সটো
নাপাক। কারণ সটো কদর্য বা খারাপ বস্তু। আল্লাহ তায়ালা বলেন: “আর তাদের জন্য তনি খারাপ জনিসিকে হারাম করেন।”
মানুষের সুস্থ প্রকৃতি এটাকে খারাপ হিসাবে জানে। আর সম্মানের কারণ ছাড়া অন্য কারণে কোন কিছু হারাম করা প্রমাণ করে
যে সটো নাপাক। কারণ নাপাকরি অর্থ পুঁজে বদ্যমান। যহেতে নোংরা জনিসিরে আরকে নাম নাপাকী। মানুষের সুস্থ প্রকৃতি
এটাকে নোংরা বিবেচনা করে; যহেতে এটা আবর্জনা ও দুর্গন্ধে পরিণিত হয়েছে এবং যহেতে এটা রক্ত থেকে সৃষ্ট। আর রক্ত



নাপাক।”[সমাপ্ত]

ইবন কুদামা আল-মাকদসী বলেন: “পুঁজ, দূষতি রস এবং যা কছু রক্ত থেকে সৃষ্ট সব রক্তেরে পরযায়ভুক্ত। তবে আহমদ বলছেন: এর হুকুম রক্ত থেকে হালকা।

ইবনে উমর (রাঃ) ও হাসান (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে— তারা এই দুটকি রক্তেরে মত গণ্য করতেন না।

আবু মজিলায় দূষতি রসেরে ব্যাপারে বলেন: আল্লাহ তও প্রবাহতি রক্তেরে কথা বলছেন।”[আল-মুগনী: (২/৪৮৩)]

তনি আরও বলেন: “পূর্ববোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে রক্তেরে ক্ষতেরে যতটুকু পরমাণ ক্ষমারহ এটার (পুঁজেরে) ক্ষতেরে আরও বেশি পরমাণ ক্ষমারহ। কারণ রক্তেরে চয়ে পরমাণে বেশি না হওয়া পর্যন্ত এটাকে বেশি গণ্য করা হয় না। আর যহেতু এটার ব্যাপারে কোনো দ্বয়র্থহীন দলিল নহে। বরঞ্চ এটা নাপাক হওয়ার কারণ হলো এটা রক্ত থেকে নোংরা অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়া।”[ইবনে কুদামার ‘আল-মুগনী’ (২/৪৮৪) থেকে সমাপ্ত]।

ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: ‘আপনার কাছে রক্ত আর পুঁজ কি সমান?’ তনি উত্তর দনে: “না; রক্তেরে ব্যাপারে লোকেরা মতভদে করেনি। কিন্তু পুঁজেরে ব্যাপারে মতভদে করছে।” আরকেবার তনি বলেন: “আমার কাছে পুঁজ আর দূষতি রস রক্তেরে তুলনায় হালকা।”[ইগাসাতুল লাহফান (১/১৫১) থেকে সমাপ্ত]।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইময়িয়া পুঁজ ও দূষতি রস পবতির হওয়ার মত গ্রহণ করছেন। তনি বলেন: “পুঁজ বা দূষতি রসেরে জন্য কাপড় এবং শরীর ধোয়া আবশ্যিক নয়, এগুলোর নাপাকরি পক্ষে কোনো দলীল প্রতর্ষিষ্ঠিত হয়নি।”[আল-ইখতয়ীরাতুল ফকিহয়িয়া (পৃ. ২৬) থেকে সমাপ্ত]

নঃসন্দহে অধিকাংশ আলমেরে মতই নরিাপদ এবং দায়মুক্তরি অধিক নকিটবর্তী। তবে সামান্য পরমাণ হলো সটো ক্ষমারহ। বিশেষ করে এর থেকে বঁচে থাকা কঠনি হলো এবং এর দ্বারা ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হলো। যমেনটি অসুস্থ ও আহতদেরে অধিকাংশরে ক্ষতেরে ঘটো থাকে। প্রশ্নে যো ‘দাগ-এর কথা জিজ্ঞাসে করা হয়েছে ধারণা করা যায় সটো সামান্য পরমাণ; খুব বেশি নয়।

ফতয়ো বয়িক স্থায়ী কমটির মত: “রক্ত, পুঁজ ও দূষতি রস সামান্য পরমাণ হলো ক্ষমারহ; যদি সটো লজ্জাস্থান ছাড়া অন্য কথো থেকে বরে হয়। কারণ এগুলোর সামান্য পরমাণ থেকে বঁচে থাকা কঠনি।”[ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ: (৫/৩৬৩)]।

আল্লাহ সর্বজ্ঞঃ।